গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
শৃঙ্খলা অধিশাখা
www.hsd.gov.bd

নং-৪৫.০০.০০০০.১২২.২৭.০০৭.২০২০-০৩

তারিখঃ ৪ .১.২০২১ খ্রি.

বিষয়ঃ ডা. মিনাক্ষী চাকমা (৪০৫৮৭), জুনিয়র কনসালটেন্ট (সাময়িক বরখাস্ত), গাইনি এন্ড অবস, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, পানছড়ি, খাগড়াছড়ি (পূর্ববর্তী কর্মস্থল: ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ফরিদপুর)-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ মোতাবেক বিভাগীয় মামলা

বিভাগীয় মামলা নম্বরঃ ০১./২০২১

অভিযোগনামা

যেহেতু আপনি ডা. মিনাক্ষী চাকমা (৪০৫৮৭), জুনিয়র কনসালটেন্ট (সাময়িক বরখাস্ত), গাইনি এন্ড অবস, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, পানছড়ি, খাগড়াছড়ি আপনার পূর্ববর্তী কর্মস্থল ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে কর্মরত থাকাবস্থায় ২০১৪-১৫ অর্থবছরে আপনি হাসপাতালের জন্য এমএসআর সরঞ্জাম ক্রয় কার্যক্রমে বাজারদর যাচাই কমিটির সদস্য হিসেবে সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন ও দর যাচাই করেননি;

যেহেতু আপনি ঠিকাদারের নিকট থেকে আর্থিকভাবে লাভবান হয়ে মেসার্স আহমেদ এন্টারপ্রাইজ, মেসার্স অনিক ট্রেডার্স ও মেসার্স আলী ট্রেডার্স নামের তিনটি প্রতিষ্ঠানের প্যাডে ভুয়া দর দেখিয়ে মেডিকেল যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদির উচ্চ মূল্য নির্ধারণ করে বাজারদর দাখিল করেছেন এবং এর মাধ্যমে সরকারের ১০,০০,০০,০০০/- (দশ কোটি) টাকার আর্থিক ক্ষতি সাধন/আত্মসাৎ করার চেষ্টা করেছেন;

যেহেতু হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক বরাবর দাখিলকৃত ০৩ (তিন) টি কোটেশনের ভিত্তিতে বাজারদর যাচাই কমিটি প্রতিবেদন পেশ করে এবং দুদকের অনুসন্ধানকালে কোটেশনগুলো সৃজিত ও ভুয়া মর্মে প্রতীয়মান হয়;

যেহেতু দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) অনুসন্ধানে আপনার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের প্রাথমিক সত্যতা পাওয়া গেছে;

যেহেতু উক্ত অভিযোগে আপনার বিরুদ্ধে দুদকের সমন্বিত জেলা কার্যালয়, ফরিদপুরে মামলা নং ৪, তারিখ ২৭.১১.২০১৯ দায়ের করা হয়েছে;

যেহেতু আপনার উপর্যুক্ত কার্যকলাপ সরকারি কর্মচারী আচরণ বিধিমালা, ১৯৭৯-এর পরিপন্থী এবং সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) ও ৩(ঘ) মোতাবেক যথাক্রমে অসদাচরণ ও দুর্নীতি হিসেবে গণ্য;

সেহেতু আপনাকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) ও ৩(ঘ) মোতাবেক যথাক্রমে অসদাচরণ ও দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত করা হল এবং কেন আপনাকে উক্ত বিধিমালার অধীনে যথোপযুক্ত দন্ড প্রদান করা হবে না, সে বিষয়ে নোটিশ প্রাপ্তির ১০ (দশ) কর্মদিবসের মধ্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট কারণ দর্শানোর জন্য নির্দেশ প্রদান করা হল।

একইসঙ্গে, আপনি ব্যক্তিগত শুনানি চান কিনা, তাও জানাতে নির্দেশ প্রদান করা হল।

অভিযোগ বিবরণী এ সঙ্গে সংযুক্ত করা হল।

০৪.০১.২০২১

(মো. আবদুল মান্নান)
সচিব

ডা. মিনাক্ষী চাকমা
জুনিয়র কনসালটেন্ট (সাময়িক বরখাস্ত), গাইনি এন্ড অবস
উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, পানছড়ি, খাগড়াছড়ি

তারিখঃ ৪ .১.২০২১ খ্রি.

নং- ৪৫.০০.০০০০.১২২.২৭.০০৭.২০২০-০৩১(৭৪)

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। সচিব, দুর্নীতি দমন কমিশন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা
২। মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা (নোটিশটি অভিযুক্তের বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানায় যথাযথভাবে জারি করে জারির প্রতিবেদন এ অধিশাখায় প্রেরণের অনুরোধসহ)
৩। যুগ্মসচিব (পার), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
৪। পরিচালক, এমআইএস, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা (বিষয়টি উক্ত কর্মকর্তার পিডিএস ও ডাটাবেজে সংরক্ষণ করার অনুরোধসহ)
৫। বিভাগীয় পরিচালক (স্বাস্থ্য), চট্টগ্রাম বিভাগ, চট্টগ্রাম
৬। পরিচালক, ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ফরিদপুর
৭। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
৮। উপপরিচালক (শৃঙ্খলা), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা (সংশ্লিষ্ট চিকিৎসকের ব্যক্তিগত ফাইলে এন্ট্রিসহ প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের অনুরোধসহ)
৯। সিভিল সার্জন, খাগড়াছড়ি
১০। উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, পানছড়ি, খাগড়াছড়ি
১১। সিস্টেম এনালিস্ট, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় (ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)
১২। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
১৩। যুগ্মসচিব (প্রশাসন) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
১৪। অফিস কপি

০৪.০১.২০২১

(মো: শাহাদত হোসেন কবির)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোনঃ ৯৫৪৫০২৮
disc@hsd.gov.bd

অভিযোগ বিবরণী

আপনি ডা. মিনাক্ষী চাকমা (৪০৫৮৭), জুনিয়র কনসালটেন্ট (সাময়িক বরখাস্ত), গাইনি এন্ড অবস, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, পানছড়ি, খাগড়াছড়ি আপনার পূর্ববর্তী কর্মস্থল ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে কর্মরত থাকাবস্থায় ২০১৪-১৫ অর্থবছরে আপনি হাসপাতালের জন্য এমএসআর সরঞ্জাম ক্রয় কার্যক্রমে বাজারদর যাচাই কমিটির সদস্য হিসেবে সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন ও দর যাচাই করেননি;

আপনি ঠিকাদারের নিকট থেকে আর্থিকভাবে লাভবান হয়ে মেসার্স আহমেদ এন্টারপ্রাইজ, মেসার্স অনিক ট্রেডার্স ও মেসার্স আলী ট্রেডার্স নামের তিনটি প্রতিষ্ঠানের প্যাডে ভুয়া দর দেখিয়ে মেডিকেল যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদির উচ্চ মূল্য নির্ধারণ করে বাজারদর দাখিল করেছেন এবং এর মাধ্যমে সরকারের ১০,০০,০০,০০০/- (দশ কোটি) টাকার আর্থিক ক্ষতি সাধন/আত্মসাৎ করার চেষ্টা করেছেন;

হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক বরাবর দাখিলকৃত ০৩ (তিন) টি কোটেশনের ভিত্তিতে বাজারদর যাচাই কমিটি প্রতিবেদন পেশ করে এবং দুদকের অনুসন্ধানকালে কোটেশনগুলো সৃজিত ও ভুয়া মর্মে প্রতীয়মান হয়;

দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) অনুসন্ধানে আপনার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের প্রাথমিক সত্যতা পাওয়া গেছে;

উক্ত অভিযোগে আপনার বিরুদ্ধে দুদকের সমন্বিত জেলা কার্যালয়, ফরিদপুরে মামলা নং ৪, তারিখ ২৭.১১.২০১৯ দায়ের করা হয়েছে;

আপনার উপর্যুক্ত কর্মকান্ড সরকারি কর্মচারী আচরণ বিধিমালা, ১৯৭৯-এর পরিপন্থী এবং সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) ও ৩(ঘ) মোতাবেক যথাক্রমে অসদাচরণ ও দুর্নীতি হিসেবে গণ্য। আপনি উপর্যুক্ত কার্যকলাপ দ্বারা সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) ও ৩(ঘ) মোতাবেক যথাক্রমে অসদাচরণ ও দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত হয়েছেন।

০৬.০১.২০২০

(মো. আবদুল মান্নান)
সচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
শৃঙ্খলা অধিশাখা
www.hsd.gov.bd

নং-৪৫.০০.০০০০.১২২.২৭.০০৮.২০২০-০৪ তারিখঃ ৪.১.২০২১ খ্রি.

বিষয়ঃ ডা. এ.এইচ.এম. নুরুল ইসলাম খান (১০৯৮৭৭), উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা (সাময়িক বরখাস্ত), নগরকান্দা, ফরিদপুর (পূর্ববর্তী কর্মস্থল: ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ফরিদপুর)-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ মোতাবেক বিভাগীয় মামলা

বিভাগীয় মামলা নম্বরঃ ০২./২০২১

অভিযোগনামা

যেহেতু আপনি ডা. এ.এইচ.এম. নুরুল ইসলাম খান (১০৯৮৭৭), উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা (সাময়িক বরখাস্ত), নগরকান্দা, ফরিদপুর আপনার পূর্ববর্তী কর্মস্থল ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে কর্মরত থাকাবস্থায় ২০১৪-১৫ অর্থবছরে আপনি হাসপাতালের জন্য এমএসআর সরঞ্জাম ক্রয় কার্যক্রমে বাজারদর যাচাই কমিটির সদস্য হিসেবে সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন ও দর যাচাই করেননি;

যেহেতু আপনি ঠিকাদারের নিকট থেকে আর্থিকভাবে লাভবান হয়ে মেসার্স আহমেদ এন্টারপ্রাইজ, মেসার্স অনিক ট্রেডার্স ও মেসার্স আলী ট্রেডার্স নামের তিনটি প্রতিষ্ঠানের প্যাডে ভুয়া দর দেখিয়ে মেডিকেল যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদির উচ্চ মূল্য নির্ধারণ করে বাজারদর দাখিল করেছেন এবং এর মাধ্যমে সরকারের ১০,০০,০০,০০০/- (দশ কোটি) টাকার আর্থিক ক্ষতি সাধন/আত্মসাৎ করার চেষ্টা করেছেন;

যেহেতু হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক বরাবর দাখিলকৃত ০৩ (তিন) টি কোটেশনের ভিত্তিতে বাজারদর যাচাই কমিটি প্রতিবেদন পেশ করে এবং দুদকের অনুসন্ধানকালে কোটেশনগুলো সৃজিত ও ভুয়া মর্মে প্রতীয়মান হয়;

যেহেতু দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) অনুসন্ধানে আপনার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের প্রাথমিক সত্যতা পাওয়া গেছে;

যেহেতু উক্ত অভিযোগে আপনার বিরুদ্ধে দুদকের সমন্বিত জেলা কার্যালয়, ফরিদপুরে মামলা নং ৪, তারিখ ২৭.১১.২০১৯ দায়ের করা হয়েছে;

যেহেতু আপনার উপর্যুক্ত কার্যকলাপ সরকারি কর্মচারী আচরণ বিধিমালা, ১৯৭৯-এর পরিপন্থী এবং সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) ও ৩(ঘ) মোতাবেক যথাক্রমে অসদাচরণ ও দুর্নীতি হিসেবে গণ্য;

সেহেতু আপনাকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) ও ৩(ঘ) মোতাবেক যথাক্রমে অসদাচরণ ও দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত করা হল এবং কেন আপনাকে উক্ত বিধিমালার অধীনে যথোপযুক্ত দণ্ড প্রদান করা হবে না, সে বিষয়ে নোটিশ প্রাপ্তির ১০ (দশ) কর্মদিবসের মধ্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট কারণ দর্শানোর জন্য নির্দেশ প্রদান করা হল। একইসঙ্গে, আপনি ব্যক্তিগত শুনানি চান কিনা, তাও জানাতে নির্দেশ প্রদান করা হল।

অভিযোগ বিবরণী এ সঙ্গে সংযুক্ত করা হল।

০৪/০১/২০২১
(মো. আবদুল মান্নান)
সচিব

ডা. এ.এইচ.এম. নুরুল ইসলাম খান
উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা (সাময়িক বরখাস্ত)
নগরকান্দা, ফরিদপুর

নং- ৪৫.০০.০০০০.১২২.২৭.০০৮.২০২০-০৪/১ (১৪) তারিখঃ ৪.১.২০২১ খ্রি.

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। সচিব, দুর্নীতি দমন কমিশন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা
২। মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা (নোটিশটি অভিযুক্তের বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানায় যথাযথভাবে জারি করে জারির প্রতিবেদন এ অধিশাখায় প্রেরণের অনুরোধসহ)
৩। যুগ্মসচিব (পার), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
৪। পরিচালক, এমআইএস, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা (বিষয়টি উক্ত কর্মকর্তার পিডিএস ও ডাটাবেজে সংরক্ষণ করার অনুরোধসহ)
৫। বিভাগীয় পরিচালক (স্বাস্থ্য), ঢাকা বিভাগ, ঢাকা
৬। পরিচালক, ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ফরিদপুর
৭। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
৮। উপপরিচালক (শৃঙ্খলা), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা (সংশ্লিষ্ট চিকিৎসকের ব্যক্তিগত ফাইলে এন্ট্রিসহ প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের অনুরোধসহ)
৯। সিভিল সার্জন, ফরিদপুর
১০। উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, নগরকান্দা, ফরিদপুর
১১। সিস্টেম এনালিস্ট, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় (ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)
১২। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
১৩। যুগ্মসচিব (প্রশাসন) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
১৪। অফিস কপি

০৪.০১.২০২১

(মো: শাহাদত হোসেন কবির)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোনঃ ৯৫৪৫০২৮
disc@hsd.gov.bd

অভিযোগ বিবরণী

আপনি ডা. এ.এইচ.এম. নূরুল ইসলাম খান (১০৯৮৭৭), উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা (সাময়িক বরখাস্ত), নগরকান্দা, ফরিদপুর আপনার পূর্ববর্তী কর্মস্থল ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে কর্মরত থাকাবস্থায় ২০১৪-১৫ অর্থবছরে আপনি হাসপাতালের জন্য এমএসআর সরঞ্জাম ক্রয় কার্যক্রমে বাজারদর যাচাই কমিটির সদস্য হিসেবে সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন ও দর যাচাই করেননি;

আপনি ঠিকাদারের নিকট থেকে আর্থিকভাবে লাভবান হয়ে মেসার্স আহমেদ এন্টারপ্রাইজ, মেসার্স অনিক ট্রেডার্স ও মেসার্স আলী ট্রেডার্স নামের তিনটি প্রতিষ্ঠানের প্যাডে ভুয়া দর দেখিয়ে মেডিকেল যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদির উচ্চ মূল্য নির্ধারণ করে বাজারদর দাখিল করেছেন এবং এর মাধ্যমে সরকারের ১০,০০,০০,০০০/- (দশ কোটি) টাকার আর্থিক ক্ষতি সাধন/আত্মসাৎ করার চেষ্টা করেছেন;

হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক বরাবর দাখিলকৃত ০৩ (তিন) টি কোটেশনের ভিত্তিতে বাজারদর যাচাই কমিটি প্রতিবেদন পেশ করে এবং দুদকের অনুসন্ধানকালে কোটেশনগুলো সৃজিত ও ভুয়া মর্মে প্রতীয়মান হয়;

দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) অনুসন্ধানে আপনার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের প্রাথমিক সত্যতা পাওয়া গেছে;

উক্ত অভিযোগে আপনার বিরুদ্ধে দুদকের সমন্বিত জেলা কার্যালয়, ফরিদপুরে মামলা নং ৪, তারিখ ২৭.১১.২০১৯ দায়ের করা হয়েছে;

আপনার উপর্যুক্ত কর্মকান্ড সরকারি কর্মচারী আচরণ বিধিমালা, ১৯৭৯-এর পরিপন্থী এবং সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) ও ৩(ঘ) মোতাবেক যথাক্রমে অসদাচরণ ও দুর্নীতি হিসেবে গণ্য। আপনি উপর্যুক্ত কার্যকলাপ দ্বারা সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) ও ৩(ঘ) মোতাবেক যথাক্রমে অসদাচরণ ও দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত হয়েছেন।

০৪/০২/২০২০

(মো. আবদুল মান্নান)
সচিব